দর্শনা বাজার ফরমালিন যুক্ত আমে ছয়লাব

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা বাজার ছেয়ে গেছে ফরমালিন আমে, এতে করে হুমকিতে পড়ছে মানবদেহ। বর্তমানে বাংলাদেশে এখন আমের সিজেন চলছে আর এই সুযোগে কিছু অসাধু আম ব্যবসায়ী নিজের পকেট ভারী করতে কাঁচা আমে ফরমালিন মিশিয়ে আম তাড়াতাড়ি পাকিয়ে তা বেশি দামে বিক্রি করছে।
এতে করে মানবদেহে ব্যপকে ক্ষতি হচ্ছে। সামান্য কিছু টাকার লোভে কিছু অসাধু আম ব্যবসায়ী এই কাজ করছে এজন্য দর্শনা বাসী প্রসাশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যাতে এই কাজ কোন অসাধু আম ব্যবসায়ী করতে না পারে। বাংলাদেশে আমে ফরমালিন দেওয়ার জন্য কঠোর আইন ব্যবস্থা রয়েছে দর্শনা বাসী চাই আইনের সঠিক প্রয়োগ তাহলেই এই কাজ রোধ করা সম্ভব।
বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মত চুয়াডাঙ্গা জেলায় প্রচুর আমের বাগান আছে আর এই বাগান থেকে আম সংগ্রহ করে চুয়াডাঙ্গা শহর এবং দর্শনা সহ আশপাশের বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করা হয় এই কারণে প্রশাসন যদি একটু সচেতন হয় তাহলেই এই আমে ফরমালিন দেয়া বন্ধ করা সম্ভব এজন্য দর্শনা বাসী প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

দর্শনায় করোনা ভাইরাসে ঝুঁকিতে কাজ করছে সাংবাদিকেরা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় করোনা ভাইরাসে ঝুঁকিতে কাজ করছে সাংবাদিকেরা। কিন্তু পাইনি কোন সুরক্ষা ব্যবস্থা। বর্তমান বিশ্বে মহামারী রূপ ধারণ করেছে নোভেল করোনা ভাইরাস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এ করোনাভাইরাসের প্রভাব দেখা দিয়েছে।
আর এই বর্তমান কঠিন সময়ে ডাক্তার, পুলিশ, সেনাবাহিনী সহ সকল আইন-শৃংখলা বাহিনীর পাশাপাশি সাংবাদিকরাও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং সঠিক তথ্য মানুষের কাছে তুলে ধরছে। কিন্তু সাংবাদিকদের দেওয়া হয়নি কোন সুরক্ষা ব্যবস্থা।
সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই নিরলসভাবে সংবাদ সংগ্রহ করে তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে সাংবাদিকেরা। বাংলাদেশের অনেক

সাংবাদিক এই করোনা ভাইরাসে আক্রন্ত হয়েছে সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া কাজ করতে যেয়ে। কিন্তু এরপরেও কোন সুরক্ষা ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত পায়নি সাংবাদিকেরা।
ঠিক তেমনি চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় করোনা ভাইরাসে ঝুঁকিতে কাজ করছে সাংবাদিকেরা কিন্তু পাইনি কোন সুরক্ষা ব্যবস্থা। তাই সাংবাদিকদের দাবী কঠিন এই মহামারীতে যেন তাদের জন্য সুরক্ষা ব্যবস্থা করা হয়। যার ফলে আরো ভালো ভাবে কাজ করে মানুষের মাঝে সমাজের সকল প্রকার তথ্য উপস্থাপন করতে পারে।

ঝিনাইদহ কালীগঞ্জে সাপের কামড়ে শিশুর মৃত্যু

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বিষাক্ত সাপের কামড়ে জুলিয়া খাতুন (৭) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। রোববার দিবাগত রাত ৩টার দিকে সে মারা যায়। জুলিয়া খাতুন কালীগঞ্জ উপজেলার রায়গ্রাম ইউনিয়নের ভাতঘরা দয়াপুর গ্রামের জসিম উদ্দিনের মেয়ে এবং ভাতঘরা দয়াপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণীর শিক্ষার্থী।

জুলিয়ার চাচা নাসির উদ্দিন জানান, রাতে জুলিয়া তার মা-বাবার সাথে ঘরে ঘুমিয়ে ছিল। রাত ২টার দিকে বিষাক্ত সাপ তাকে দংশন করে। পরে তাকে উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

কোটচাঁদপুরে কৃষকের ধান ক্রয়ে উন্মুক্ত লটারি অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে সরাসরি প্রান্তিক কৃষকদের কাছ থেকে ন্যায্যমূল্যে বোরো ধান ক্রয়ের লক্ষে উন্মুক্ত লটারি অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার (৩১মে) বেলা ১২টার দিকে উপজেলা পরিষদে উপজেলা

প্রশাসন ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অধিদপ্তরের আয়োজনে এই লটারি অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাজনীন সুলতানার সভাপতিত্বে ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অফিসার আঃ আজিজ এর পরিচালনায় উন্মুক্ত লটারি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আ.লীগ সভাপতি শরীফুন্নেছা মিকি, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ শেখ সাজ্জাদ হোসেন, উপজেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান আলী, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পিংকী খাতুন, ওসি এলএসডি নাইমুল হাসান মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা বাহাউল ইসলাম, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার জহুরুল ইসলাম ও চালকল মালিক সমিতির সভাপতি রাজেদুল ইসলাম রাজা প্রমূখ।

সংশিষ্ট সূত্রে জানাযায়, উপজেলা কৃষি অফিস থেকে ২ হাজার ৯’শ ৯৮ জন কৃষকের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ তালিকার মধ্য থেকে ৪’শ ৯৪ জন কৃষক লটারির মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়। চলতি বোরো মৌসুমে প্রতি কৃষকের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ২ টন করে সর্বমোট ৯’শ ৮৮ টন ধান ক্রয় করা হবে।

ঝিনাইদহ মহেশপুরে এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় ছাত্রের আত্মহত্যা

ঝিনাইদহের মহেশপুরে এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় খালিশপুর বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক ছাত্র গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

স্থানীয়রা জানায়, রোববার এ বছরের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলে উপজেলার সাহাবাজপুর গ্রামের ঝন্টু মিয়ার ছেলে পিয়ারুল পরীক্ষায় অকতকার্য হওয়ায় সকলের অগোচরে মাঠে একটি গাছের সাথে

গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে।

মহেশপুর থানার ওসি মোর্শেদ হোসেন খাঁন জানান, খবর পেয়েছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তার এই করুন মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঝিনাইদহে মায়ের হাতে দুই শিশু সন্তান হত্যা, লাশ উদ্ধার

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বানিয়াকান্দর গ্রামের একটি পুকুর থেকে রোববার দুপুরে সাফিয়া খাতুন (৬) ও মাহিদ হোসেন (৫) নামে দুই শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাদেরকে পানিতে চুবিয়ে হত্যা করা হতে পারে বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করছে পুলিশ।

পুলিশ নিহত দুই সন্তানের মা মনিরাকে গ্রেফতার করেছে। সাফিয়া ও মাহিদ বানিয়াকান্দর গ্রামের কৃষক নজরুল ইসলাম ও মনিরা খাতুন দম্পতির সন্তান। স্থানীয় ইউপি মেম্বর সুজন গনমাধ্যমকে জানান, রোববার সকালে সাফিয়া ও মাহিদকে নিয়ে গোসল করতে যায় তার মা মনিরা খাতুন (৪০)।

বাড়ি ফিরে মনিরা প্রতিবেশি রাবেয়া খাতুন নামে এক মহিলাকে জানায় তার দুই সন্তানকে সে পুকুরে রেখে এসেছে। মনিরার অসংলগ্ন কথাবর্তার পর রাবেয়া খাতুনসহ লোকজন পুকুরে কাদায় পুতে রাখা অবস্থায় দুই ভাই বোনের মৃতদের উদ্ধার করে। গ্রামবাসির অভিযোগ মনিরা খাতুনের মানসিক সমস্যার পাশাপাশি সে বদরাগি মহিলা হিসেবে মহল্লায় পরিচিত। দুই বছর আগে সে তার এক সন্তানকে বিক্রি করে দেয় বলে অভিযোগ করেন সুজন মেম্বর।

এ ব্যাপারে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ঝিনাইদহ সদর থানার এসআই সাখওয়াত হোসেন জানান, পুকুর থেকে দুই শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে তার মা দুই সন্তানকে পুকুরে ডুবিয়ে হত্যা করেছে। বিস্তারিত তদন্তের পর বলা যাবে। এসআই সাখওয়াত জানান জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মা মনিরা খাতুনকে আটক করা

হয়েছে। উল্লেখ্য শনিবার ঝিনাইদহের মহেশপুরের বাকোসপোতা গ্রামে ৫ বছরের শিশু পুত্র রাব্বি হাসান রিফাতকে গলা টিপে শ^◌াসরোধ করে হত্যার পর মা রিফা খাতুন (২৬) গলায় রশি দিয়ে আত্নহত্যা করে। এ ঘটনার একদিন পর ঝিনাইদহ সদর থানায় দুই সন্তানকে পানিতে চুবিয়ে হত্যার ঘটনায় অপরাধ বিশেষজ্ঞদের কপালে ভাজ পড়েছে।

ঝিনাইদহের কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ভিজিডি’র চাল আত্মসাতের অভিযোগ।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ০৫ নং কুমড়াবাড়ীয়া ইউনিয়নে দরিদ্রদের খাদ্য বান্ধব ভিজিডির ১০ টাকা কেজি চাল আত্নসাতের অভিযোগ উঠেছে।ঐ ইউনিয়নের হতদরিদ্র অসহায় মানুষদের অভিযোগ, ডিলার জাহিদুল ইসলাম মাস্টারের সহযোগিতায় ইউপি চেয়ারম্যান দীর্ঘদিন যাবত তাদের নামে কার্ড করেছেন। অথচ তাদেরকে চাল না দিয়ে ইউপি চেয়ারম্যান নিজেই তাদের নামিও কার্ডের চাল উত্তোলন করে আত্নসাত করে যাচ্ছেন।

জেলা-উপজেলায় সরকারের মানবিক সহায়তা প্রাপ্যদের তালিকাভুক্তির অপেক্ষায় ছিলেন অসহায় ও গরিব এই মানুষগুলো। তাদের নামও দেওয়া হয়েছে, অথচ এই মানুষগুলো তাদের নামে কার্ড আছে, সেই কার্ডে চাল তোলা হচ্ছে এর কিছুই জানেন না।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কুমড়াবাড়ীয়া ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে। নিজের নামে কার্ড আছে কিন্তু তারা জানেন না এমন ১৫ থেকে ১৮ জন সরে জমিনে তথ্য সংগ্রহ কালীন তারা অভিযোগ করে সাংবাদিকদের জানান । সেসময় ঘটনার বৃত্তান্ত উল্লেখ করে কর্মসূচির দায়িত্বপ্রাপ্ত ইউপি চেয়ারম্যান ও ডিলারের বিরুদ্ধে চাল আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়।

এদের মধ্যে মোঃ বিল্লাল হোসেন, পিতাঃ আবুল হোসেন কার্ড নং-২৯৭ তিনি চাকরিতে চলমান একজন সেনা সদস্য। যদিও তার এই সরকারি সহায়তার প্রয়োজন নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে একজন সেনা সদস্যের নাম ভিজিডি কার্ডে দেওয়াই যেমনটি ওই এলাকায় তার মান ক্ষুন্ন করা হচ্ছে, তেমনি তার অজান্তে ওই কার্ড দিয়ে কে বা কাহারা চাল উত্তোলন করছে তার কোন হদিস না মেলায় ভিজিডির চাল বিতরণে দুর্নীতি প্রকাশ পাচ্ছে। একই ওয়ার্ডে রেখা খাতুন, স্বামী: রাহুল জনগণের দাবি চেয়ারম্যানের অতি কাছের লোক হওয়ায় ঐ মহিলার নামে দুইটি কার্ড হয়েছে যার কার্ড নাম্বার (সুলভ মূল্য কার্ড নম্বর-২৯৫ ও ভিজিডি কার্ড নম্বর-৭৮)।অন্য আরেকটি ওয়ার্ডে খোজ নিয়ে দেখা যায় একই পরিবারের (পৃথক পরিবার) অসয়াই তিনজনের নামে কার্ড ইস্যু হয়েছে অথচ তারা জানেই না। এরকম ঘটনা আরও দুই পরিবারের মাঝে খোঁজ নিয়ে দেখা যায় সেখানেও একই ঘটনা ঘটেছে।

এ বিষয়ে ঐ ইউনিয়নের দু’জন ওয়ার্ড মেম্বরের কাছে জানতে চাইলে তারা বলেন,করোনার এই ক্লান্তি কালে সরকারের দেওয়া ভিজিডি’র ১০ টাকা কেজি চাল, নামের তালিকা অনুযায়ী সঠিক ভাবে বণ্টন হচ্ছেনা। যাদের নাম তালিকায় আছে অথচ তারা কার্ড পাননি আবার অনেকে পেয়েছে তাদেরকে একবার চাল দিয়ে কৌশলে কার্ড নিয়ে নেওয়া হয়েছে। জনগন আমাদের কাছে অভিযোগ করছে অথচ এ বিষয়ে আমাদের কোন হাত না থাকায় আমরা জনগণের কাছে হেও প্রতিপন্ন হচ্ছি।তারা দাবি করেন তাদের ওয়ার্ডে এক শতাধিকের অধিক লোক যেখানে এর আওতায় থাকা উচিৎ সেখানে ২৫/৩০ জনকে আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এর মদ্ধ্যেও দুই ওয়ার্ড মিলে ১৭/১৮ জনের একটি তালিকা দেখান যাদের নামে কার্ড ইস্যু আছে অথচ তারা জানেননা যে তাদের নামে কার্ড ইস্যু হয়েছে। তাদের নামের তালিকায় যথাক্রমেঃ কার্ড নং- ৫৭,১৪৪,১৭৭,২০৩,২০৬,২২০,২২২,২২৬,২৭২,২৭৮,২৭৯,২৮০,২৮২,২৮৩,২৯২,২৯৫ ,২৯৭,ও ৩০০। ইউনিয়ন পরিষদের ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডের এই দুই সদস্য সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি তদন্ত করে দোষীদের শান্তি দাবি করে সঠিক ভাবে চাল বণ্টনের জোর দাবি জানান।

জেলা-উপজেলায় সরকারের মানবিক সহায়তা প্রাপ্যদের তালিকাভুক্তির আওতায় আছেন কিন্তু তারা কার্ড পাননি । নিয়ম হলো সরকারের ভিজিডি কিংবা খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতামুক্ত থাকবেন। কিন্তু এখানে তার ব্যাতিক্রম দেখা গেছে বলে এলাকার সচেতন মহলের দাবি।

অভিযোগ ওঠা ডিলার হলেন, উপজেলার কুমড়াবাড়ীয়া ইউনিয়নের কুমড়াবাড়ী

গ্রামের মোঃ জাহিদুল ইসলাম মাস্টার । লিখিত অভিযোগে বলা হয়, তাঁরা কোনো দিনই খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল উত্তোলন করেননি। এমনকি তাঁরা জানেন না যে তাঁদের নামে কার্ড আছে।

এ বিষয়ে কুমড়াবাড়ীয়া ইউনিয়নের ইউপি চেয়ারম্যান আশরাফুল ইসলাম বলেন,বিষয়টি নিয়ে কয়েকজন মেম্বার আমার কাছে অভিযোগ করেছেন এ বিষযয়ে যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। এছাড়াও তিনি বলেন, আমার ইউনিয়নে কিছু মেম্বার রাজনৈতিকভাবে বিরোধি থাকায় তারা আমার নামে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে হয় রানি করার চেষ্টা করছে।

ঝিনাইদহে করোনার উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু

করোনার উপসর্গ নিয়ে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে জসিম উদ্দীন (৩৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। সদর উপজেলার কুমড়াবাড়িয়া ইউনিযনে রামনগর গ্রামের শওকত আলীর ছেলে। জ্বর,সর্দি, কাশি ও শ্বাসকষ্ট জনিত কারনে তাকে সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থান শনিবার (৩০ মে) ভোর ৫ টার দিকে তার মৃত্যু হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাঃ অপূর্ব কুমার সাহা।

তিনি আরো জানান, গত ২৭ মে জ্বর,সর্দি, কাশি ও শ্বাসকষ্ট উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন জসিম উদ্দীন। তাকে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছিল। শনিবার ভোর ৫ টার দিকে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যু ব্যক্তির নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা জন্য পাঠানো হয়েছে। সদর হাসপাতালের একজন ডাক্তার প্রতিনিধিসহ ইসলামী ফাউন্ডেশনের একটি টিম তার লাশের দাফন কাফনের ব্যবস্থা করছেন বলেও তিনি জানান।

ঝিনাইদহ মহেশপুরে ছেলেকে হত্যার পর মায়ের আত্মহত্যা

ঝিনাইদহের মহেশপুরে ৬ বছরের ছেলেকে হত্যা করে আত্মহত্যা করেছে মা। শুক্রবার রাতে উপজেলার নেপা ইউনিয়নের বাকোশপোতা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন, ওই গ্রামের মামুন হোসেনের স্ত্রী রিফা খাতুন (২৫) ও তার ৬ বছরের পুত্র সন্তান রাব্বী হাসান রিফাত।

মহেশপুর থানার ওসি মোর্শেদ হোসেন খাঁন জানান, গেল রাতে শিশু পুত্র রিফাত কে সাথে নিয়ে ঘরের বারান্দায় ঘুমিয়ে ছিল পিতা মামুন মিয়া। রাত ৩ টার দিকে গোয়াল ঘরে গরুর খাবার দিয়ে ফিরে এসে দেখে বিছানায় নেই রাব্বী। পরে জানালা দিয়ে টর্চের আলোয় ঘরের ভিতরে দেখতে পায় স্ত্রী রিফা খাতুন গলায় ফাঁস নিয়ে ঝুলছে। তার চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে রাব্বীকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছে পুলিশ সকালে লাশ দুটি উদ্ধার করে। ধারনা করা হচ্ছে ছেলেকে শ্বাসরোধে হত্যার পর মাও আত্নহত্যা করেছে।

তিনি আরো জানান, মৃত রিফা খাতুন মানষিক ভারসাম্যহীন ছিল বলে জানা গেছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। লাশ ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

ঝিনাইদহে সদর হাসপাতালে চিকিৎসা অবহেলায় রোগীর মৃত্যু

ঝিনাইদহে সদর হাসপাতালে ভর্তির পরও চিকিৎসা অবহেলায় হারুন অর

রশিদ (৭৫) নামে এক বৃদ্ধ রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ওই বৃদ্ধর বাড়ি নাটোর জেলায় বলে জানা গেছে। বর্তমানে তার মৃতদেহটি সদর হাসপাতাল মর্গ হাউজে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে পেয়িং ওয়ার্ডে।

জানা গেছে, ১মাস রোজা করায় হারুন অর রশীদের শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেয়। এরপর ডাক্তার দেখানোর জন্য তিনি বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টার দিকে সদর হাসপাতালের জরুরি ওয়ার্ডে যান। এসময় ডাক্তার আব্দুল্লাহ তাকে দেখে পেয়িং ওয়ার্ডের ৪নং বেডে ভর্তি করান। ওই সময় ডিউটিরত নাজিরা,তহুরা নামে দুইজন নার্স ও ওয়ার্ডবয় রোকন তার কাছে বেড ভাড়া বাবদ ২০০টাকা দাবী করে। টাকা দিতে না পারায় তাকে কোন চিকিৎসা দেওয়া হয়নি বলে পাশে ভর্তিরত রোগীর স্বজনরা জানান। দীর্ঘ ৫ঘন্টা চিকিৎসা না পেয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে রাত ১০টার দিকে সে মারা যায়।

তবে রোগীর কাছে ২০০টাকা দাবী করার বিষয়টি অস্বীকার করে নার্স নাজিরা ও তহুরা জানান,জরুরি বিভাগের ওয়ার্ডবয় রোগীটি আমাদের কাছে বুঝে দেয়নি। সে কারনে তাকে আমরা চিকিৎসা দিতে পারেনি।

এব্যাপারে সদর হাসপাতালের তত্বধায়ক ডা: আয়ুব হোসেন জানান,আমার ডিউটি আড়াইটা পর্যন্ত একারনে বিষয়টি জানা নেই। তবে বিষয়টি জানলাম আমি খোজ নিয়ে দেখবো।